দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 1৮ NOV 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

৪২

# রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে

# ছাত্র রাজনীতিতে স্থবিরতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তম কুমার দাস ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিতে বর্তমানে চরম স্থবিরতা বিরাজ করিতেছে।

দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকা; বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনে কমিটি না থাকা; নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিরাজমান হতাশা প্রভৃতি কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা চলমান ছাত্র রাজনীতিতে আর উৎসাহিত হইতেছে না। বরং "রাজনীতি-বিমুখ" এক প্রকার মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছে। ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাস করিয়া শিক্ষা জীবনকে যে জিম্মি ও প্রলম্বিত করা হয় এই উপলব্ধি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রমেই অনুভব করিতে পারিতেছে। যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলিয়াছে।

বর্তমানে ক্যাম্পাসে প্রকাশ্য ছাত্র রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রহিয়াছে। মিছিল-মিটিং করিতে প্রক্টরের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। কোন কোন সময় এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হইলে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দকে শোকজ করা অথবা সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছাত্র সংগঠনে কোন কমিটি না থাকায় তাহাদের কার্যক্রমে বিশৃংখলা বিরাজ করিতেছে।

আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের দীর্ঘদিন ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি নাই। এই সংগঠনের সর্বশেষ বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠিত হইয়াছিল ১৯৯৪ সনে, যাহার সদস্যরা শিক্ষা জীবন সমাপ্তিসহ বিভিন্ন কারণে বহু পূর্বে ক্যাম্পাস ত্যাগ করিয়াছে। নূতন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে গত বৎসরের ২৭শে নভেম্বর কাউন্সিলের দিন ধার্য হইলেও কোন কাজ হয় নাই। কাউন্সিলের উদ্বোধনী পর্বে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের সদস্য আমীর হোসেন আমু, মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জানা গিয়াছে, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক পদে একাধিক প্রার্থীকে সমর্থন করায় এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কাউন্সিলের পর এক বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিলেও কোন কমিটি না হওয়ায় নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মীরা এখন হতাশ। অপরদিকে কমিটির অভাবে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ কোন ইস্যুতে এই সংগঠনের পক্ষ হইতে মিছিল-সমাবেশ করা কিংবা কোন বিবৃতি দেওয়া সম্ভব হয় না।

ছাত্রদলের অবস্থাও অথৈবচ। প্রায় সাত বৎসর পর গতবছর কমিটি গঠিত হইলেও তাহা সর্বসম্মতভাবে না হওয়ায় সমস্যা রহিয়াছে। মোস্তাফিজুর রহমান মনুকে সভাপতি এবং তায়ফুল ইসলাম টিপুকে সম্পাদক করিয়া কমিটি গঠনের পর আরেকটি পাল্টা কমিটি গঠিত হয়। এখন পাল্টা কমিটির কোন অস্তিত্ব না থাকিলেও ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা, প্রশাসনে কথিত দলীয়করণ, রাকসু নির্বাচন প্রভৃতি ইস্যুতে ছাত্রদল কোন আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে ব্যর্থ হইয়াছে। শুধু স্মারকলিপি পেশ ও সমাবেশ প্রভৃতির মধ্যেই কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।

ছাত্রমৈত্রীর এককালের রমরমা অবস্থা এখন অতীত দিনের স্মৃতি। জাসদ-ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নসহ অপরাপর বাম সংগঠনসমূহের কার্যক্রম এখন বিবৃতি দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যে ছাত্রশিবির এক সময় ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণ করিত, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাহাদেরও কোন উল্লেখযোগ্য প্রকাশ্য তৎপরতা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পটপরিবর্তনের পর এককালের "পরম প্রতাপশালী" সংগঠনটি এখন কোনঠাসা অবস্থায় রহিয়াছে।